#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

30th Mar to 04th April 2026

সূচক

1. সাধারণ অধ্যয়ন ২ 01
   1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01
      1.1.1. কেরালার উন্নয়নের দশক: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির একটি মডেল 01
      1.1.2. ভারতের উচ্চশিক্ষা: সংখ্যাগত বিস্তার এবং উৎকর্ষের মধ্যে ব্যবধান নিরসন 04
      1.1.3. প্রধান নির্বাচন কমিশনার: সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং উদীয়মান উদ্বেগ 08
      1.1.4. ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতা 13
   1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 17
      1.2.1. প্রতিবেশী প্রথম: ভারত-নেপাল সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ 17

2. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ 21
   2.1. অর্থনীতি 21
      2.1.1. ভারতের LPG সংকট: সরবরাহ নিরাপত্তা বিহীন এক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা 21

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. কেরালার উন্নয়নের দশক: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির একটি মডেল

ভূমিকা:

- গত দশ বছরে (২০১৬–২০২৬), কেরালা ভারতের অন্যতম গতিশীল এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক** (Inclusive) রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত কঠোর **আর্থিক সীমাবদ্ধতা** (Financial restrictions) সত্ত্বেও **মানব উন্নয়ন** (Human development), **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** (Economic growth) এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের** (Social justice) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- কেরালার এই উন্নয়নযাত্রা বর্তমানে সমগ্র ভারতের জন্য **টেকসই** (Sustainable) এবং **জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের** (People-centred development) একটি রূপরেখা বা **ব্লুপ্রিন্ট** (Blueprint) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: পরিকল্পনা এবং আর্থিক উদ্ভাবন

ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যে **পরিকল্পনা কমিশন** (Planning Commission) বিলুপ্ত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়লেও, কেরালা তার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বজায় রেখেছে এবং আরও শক্তিশালী করেছে।

- **বর্ধিত মূলধনী ব্যয়** (Increased Capital Expenditure): ২০১৭ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের ওপর ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় স্তরে মূলধনী ব্যয় হ্রাসের প্রবণতাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।
- **KIIFB মডেল:** কেরালা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড (KIIFB)-এর মাধ্যমে ১২০০-এরও বেশি পরিকাঠামো প্রকল্পকে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই **উদ্ভাবনী আর্থিক মাধ্যমটি** (Innovative financial vehicle) রাজ্যকে প্রচলিত বাজেট সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে বড় মাপের প্রকল্পে অর্থায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।
- **ক্ষমতায়িত স্থানীয় সরকার** (Empowered Local Governments): স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে আয় বৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলি কেবল প্রশাসনিক একক নয়, বরং **তৃণমূল স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের** (Grassroots economic development) কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- **কেরালা ব্যাঙ্ক** (Kerala Bank): জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে একীভূত করে কেরালা ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং **গ্রামীণ ঋণ** (Rural credit) ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

শিক্ষা: সার্বজনীন, ডিজিটাল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক

স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয়েছে:

ক. স্কুল শিক্ষা

- প্রারম্ভিক এবং মাধ্যমিক স্তরে **শূন্য শতাংশ স্কুলছুট** (Zero per cent dropout) হার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সার্বজনীন ও বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হয়েছে।
- তফসিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলছুটের হার ভারতের মধ্যে সর্বনিম্ন।
- কেরালা স্কুল শিক্ষায় ভারতের প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল রাজ্যে** (Fully digital state) পরিণত হয়েছে।

- স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষক উন্নয়ন, পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ এবং **আইটি-নির্ভর শিক্ষায়** (IT-enabled learning) বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

খ. উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা

- শাসন ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে **সংস্কার** (Reforms) আনা হয়েছে।
- শক্তিশালী **সরকারি বিনিয়োগ** (Public investment) স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির জাতীয় র‍্যাঙ্কিং বা অবস্থানের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে।

এখানে আপনার দেওয়া অনুচ্ছেদের বাকি অংশের যথাযথ এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো **বোল্ড** (Bold) করা হয়েছে:

স্বাস্থ্য: একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপন

কেরালার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা তার পারফরম্যান্সের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত:

- **শিশু মৃত্যুহার** (Infant mortality rate): প্রতি ১,০০০ জন জীবিত জন্মে মাত্র ৫ জন—যা আমেরিকার তুলনায় উন্নত।
- **ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা:** 'কারুণ্য আরোগ্য সুরক্ষা পদ্ধতি'-র মাধ্যমে ৪২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- **আর্দ্রম মিশন** (Aardram Mission): এর মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল উন্নতি ঘটানো হয়েছে।
- **পরিষেবার বিস্তার:** মানসিক স্বাস্থ্য, অসংক্রামক ব্যাধি এবং **ই-হেলথ** (e-health) পরিষেবাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **মহামারি মোকাবিলা:** নিপা ভাইরাস এবং **কোভিড-১৯** (COVID-19) মোকাবিলায় কেরালার সাফল্য তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার **স্থিতিস্থাপকতা** (Resilience) প্রমাণ করেছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ

"কাউকে পিছিয়ে রাখা নয়"—এই লক্ষ্য নিয়ে কেরালা কাজ করেছে:

- **চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ:** নভেম্বর ২০২৫ সালে কেরালা আনুষ্ঠানিকভাবে **চরম দারিদ্র্যমুক্ত** (Extreme poverty ended) রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- **লাইফ মিশন** (LIFE Mission): ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ৫ লক্ষেরও বেশি আধুনিক বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।
- **লিঙ্গ বাজেট** (Gender Budgeting): বার্ষিক পরিকল্পনার এক-পঞ্চমাংশের বেশি নারী ক্ষমতায়নে বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ:** ২০২৬-২৭ বাজেটে ১৯% অর্থ **প্রবীণদের জন্য** (Elderly Budget) বরাদ্দ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ গত দশকে দ্বিগুণ করা হয়েছে।
- **সার্বজনীন নিরাপত্তা জাল: জনসাধারণ বন্টন ব্যবস্থা** (PDS) ৯৫ লক্ষ পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

শিল্প ও উদ্ভাবন: ভুল ধারণার অবসান

কেরালা শিল্প-বান্ধব নয়—এই পুরনো ধারণা এখন অতীত:

- MSME এবং আধুনিক শিল্পের বিকাশে গতি এসেছে এবং ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলোকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- **গ্লোবাল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রিপোর্ট (২০২৫):** কেরালার স্টার্টআপ ভ্যালু বা ইকোসিস্টেমের মূল্য ১৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **ইন্টারনেট সংযোগ:** ইন্টারনেটকে **মৌলিক অধিকার** হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে K-FON প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

পরিকাঠামো: সংযোগ এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি

- **পরিবহন:** 'হিল হাইওয়ে' এবং জাতীয় সড়কের উন্নয়নের ফলে যাতায়াতের সময় কমেছে। ভারতের প্রথম **কোচি ওয়াটার মেট্রো** এবং ২০২৪ সালে **ভিঝিনজাম আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্র বন্দর** চালু হওয়া একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।
- **বিদ্যুৎ:** ২০১৭ সালে ১০০% বিদ্যুতায়ন অর্জিত হয়েছে। **সৌরবিদ্যুতের** ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যান্ত্রিক অপচয় (T&C losses) কমানো হয়েছে।

শ্রম অধিকার, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

- **শ্রমিক অধিকার:** পরিযায়ী শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য আইন আরও কঠোর ও শক্তিশালী করা হয়েছে।
- **সংস্কৃতি:** কোচি-মুজিরিস বিয়েনাল এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মতো আয়োজনগুলোর বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটেছে।
- **খেলাধুলা:** গত ১০ বছরে খেলাধুলায় বরাদ্দ ১৬০% বেড়েছে। ৩,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য ভারতের প্রথম স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে।

কেরালার উন্নয়ন মডেলের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **রাজস্ব চাপ এবং জনকল্যাণমূলক স্থিতিশীলতা (Fiscal Stress & Welfare Sustainability):** ঋণের ওপর উচ্চ নির্ভরতা এবং ব্যাপক জনকল্যাণমূলক ব্যয় দীর্ঘমেয়াদী **রাজস্ব স্থিতিশীলতা** নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় এবং ভবিষ্যতের মূলধনী বিনিয়োগকে সীমিত করে।

২. **কাঠামোগত অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা (Structural Constraints):** প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের (Remittances) ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল শিল্প ভিত্তি অর্থনীতিকে বাহ্যিক ধাক্কার মুখে সংবেদনশীল করে তোলে।

৩. **কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের সমস্যা:** উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব, **দক্ষতার অমিল (Skill mismatch)** এবং তরুণ প্রজন্মের ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দেওয়া টেকসই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

৪. **জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও সামাজিক চাপ:** বয়স্ক জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যা **সরকারি কোষাগারের** ওপর বোঝা বাড়াচ্ছে।

৫. **পরিবেশগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ:** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, দ্রুত **নগরায়ন** এবং কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক টানাপোড়েন পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের স্বায়ত্তশাসনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

ভবিষ্যতের পথ: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল হিসেবে কেরালা

কেরালার এই উন্নয়নের দশক সমগ্র ভারতের জন্য একটি **অনুকরণযোগ্য কাঠামো (Replicable framework)** প্রদান করে। জাতীয় স্তরে প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- **মানব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আগে এবং সাথে সাথে মানব উন্নয়ন প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করে।
- **বিকেন্দ্রীভূত শাসন (Decentralised Governance):** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে আয় বৃদ্ধি ও পরিকল্পনার চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন।
- **সমবায় প্রতিষ্ঠান:** তৃণমূল স্তরে শিল্প ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমবায় মডেল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- **লিঙ্গ বাজেট (Gender Budgeting):** 'কুডুম্বশ্রী'-র মতো নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিগুলোকে আদর্শ পরিকল্পনা সরঞ্জাম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামো:** ইন্টারনেট সংযোগকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে একে ব্যক্তিগত পণ্যের বদলে **জনসাধারণের সম্পদ (Public good)** হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

- **যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব সংস্কার:** রাজ্যগুলিকে আরও বেশি **অসংলগ্ন আর্থিক অনুদান** (Untied fiscal transfers) প্রদান, ঋণের ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করা এবং সেস (Cess)-এর মাধ্যমে রাজ্যের করের অংশ হ্রাস করা বন্ধ করা জরুরি।
- **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা:** কেরালার বিকেন্দ্রীভূত ও কার্যকর সাড়াদান ব্যবস্থার আদলে জাতীয় স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

উপসংহার

গত এক দশকে কেরালা এটি প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, শক্তিশালী **স্বাস্থ্য, শিক্ষা** এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের** মাধ্যমে **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি** (Inclusive growth) অর্জন করা সম্ভব। কেরালার এই মডেল অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে **অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা** (Participatory governance) এবং **মানব উন্নয়নের** এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেরালার এই অভিজ্ঞতা একটি **মানদণ্ড** (Benchmark) হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

Q. Examine the challenges posed by India's fiscal federal structure in enabling states to pursue independent development strategies. Illustrate your answer with suitable examples. 15 Marks

1.1.2. ভারতের উচ্চশিক্ষা: সংখ্যাগত বিস্তার এবং উৎকর্ষের মধ্যে ব্যবধান নিরসন

ভূমিকা

- গত সাত দশকে ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি **অভূতপূর্ব বিস্তার** (Unprecedented Expansion) লক্ষ্য করা গেছে — ১৯৫০ সালে যেখানে মাত্র ১,৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, ২০২২ সালের মধ্যে তা বেড়ে **৬৯,০০০-এর বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে** দাঁড়িয়েছে।
- যাইহোক, **'স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬'** (State of Working India 2026) রিপোর্ট একটি **সংকটজনক বৈপরীত্য** (Critical Paradox) প্রকাশ করেছে: যদিও প্রাতিষ্ঠানিক বৃদ্ধি চিত্তাকর্ষক, তবে তা পর্যাপ্ত **শিক্ষাদান ক্ষমতা** (Teaching Capacity), **ন্যায়সঙ্গত সুযোগ** (Equitable Access) বা শিক্ষার গুণমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- এখন সময় এসেছে মনোযোগ কেবল সংখ্যাগত বিস্তার থেকে সরিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে **সাম্য** (Equity) এবং **গুণমান** (Quality) নিশ্চিত করার দিকে জরুরিভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬ রিপোর্টের প্রধান প্রবণতাগুলি

১. **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধি:**

- **১৯৫০:** ভারতে মাত্র ১,৬০০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার অধিকাংশই ছিল **সরকারি অর্থায়নে** পরিচালিত।
- **২০২২:** সংখ্যাটি বেড়ে **৬৯,০০০** অতিক্রম করেছে — যা সাত দশকে **৪৩ গুণ বৃদ্ধি**।
- সাম্প্রতিক এই বিস্তারের সিংহভাগ **বেসরকারি সংস্থা** দ্বারা চালিত, যা উচ্চশিক্ষার চরিত্রকে সরকারি থেকে **বাণিজ্যিক** দিকে রূপান্তরিত করছে।

২. **কলেজ ঘনত্ব** (College Density):

- প্রতি লক্ষ যুবক পিছু কলেজের সংখ্যা ২০১০ সালের ২৯ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে **৪৫** হয়েছে।

- **আঞ্চলিক বৈষম্য:** জাতীয় স্তরে বৃদ্ধি সত্ত্বেও, উত্তর ও পূর্ব ভারতের অনেক জেলায় এই সংখ্যা **১৮-এরও কম**, যা জাতীয় গড়ের অর্ধেকেরও নিচে।
- এই অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে ভারতের বিশাল **যুব জনসংখ্যা** বাস করে, যা এই বৈষম্যকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে।

খ. নথিকরণ এবং সামাজিক সাম্যের প্রবণতা

১. **গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER):**

- ১৮-২৩ বছর বয়সীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (GER) ২০১১ সালের ১৬% থেকে বেড়ে ২০২২ সালে **২৮%** হয়েছে।
- ভারতের এই হার বর্তমানে সমপর্যায়ের আয়ের দেশগুলোর সাথে **সামঞ্জস্যপূর্ণ**।
- নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের হার প্রায় সমান হয়ে এসেছে, যা **লিঙ্গ সাম্যের** উন্নতি নির্দেশ করে।

২. **সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ:**

- **তফসিলি জাতি (SC):** নথিকরণের হার ১১% (২০১১) থেকে বেড়ে **২৬%** (২০২২) হয়েছে।
- **তফসিলি জনজাতি (ST):** এই হার ৮% (২০১১) থেকে বেড়ে **২১%** (২০২২) হয়েছে।

গ. শিক্ষাদান ক্ষমতার সংকট

১. **ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত:**

- নিয়ামক সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী আদর্শ অনুপাত হওয়া উচিত **১৫–২৫:১**।
- **২০১০:** গড় অনুপাত ছিল ২৪:১, যা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে ছিল।
- **২০২১:** এই অনুপাত এখনও **৩২:১** এর মতো আশঙ্কাজনক স্তরে রয়েছে।
- **শিক্ষক নিয়োগের** গতি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি বা ছাত্র নথিকরণের হারের সাথে তাল মেলাতে পারেনি।

ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছু **পদ্ধতিগত বাধার** (Systemic Hurdles) সম্মুখীন হচ্ছে, যা **সাম্য** (Equity) এবং **মানসম্মত শিক্ষা** নিশ্চিত করতে বাধা দিচ্ছে:

- **কলেজ বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য:** ২০২১ সালে জাতীয় স্তরে কলেজ ঘনত্ব বেড়ে **প্রতি লক্ষ যুবক পিছু ৪৫টি** হলেও, উত্তর ও পূর্ব ভারতের জেলাগুলিতে এই সংখ্যা **১৮-এরও কম**। এই অসম ভৌগোলিক বিস্তারের কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী হয় **পরিযান** (Migration) করতে বাধ্য হচ্ছে অথবা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে।
- **যোগ্য শিক্ষকের তীব্র সংকট:** ২০২১ সালে **ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত** দাঁড়িয়েছে **৩২:১**, যা ইউজিসি (UGC) নির্ধারিত **১৫–২৫:১** সীমার চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া **চুক্তিভিত্তিক ও অ্যাড-হক** (Ad-hoc) শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা শিক্ষার গুণমান ও জবাবদিহিতাকে নষ্ট করছে।
- **পেশাদার শিক্ষায় আর্থিক বর্জন:** উচ্চ ব্যয় একটি অদৃশ্য বাধা হিসেবে কাজ করছে। **চিকিৎসা (৯৭,৪০০ টাকা)** এবং **ইঞ্জিনিয়ারিং (৭২,৬০০ টাকা)** কোর্সের বার্ষিক ফি দরিদ্র পরিবারের বার্ষিক মাথাপিছু খরচের চেয়েও বেশি। ফলে পেশাদার শিক্ষা কেবল **ধনীদের দখলে** থেকে যাচ্ছে।
- **অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারীকরণ:** সাম্প্রতিক বিস্তারের সিংহভাগই **ব্যক্তিগত মালিকানাধীন**, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই **গুণমান নিশ্চিতকরণ** (Quality Assurance) বা ফির স্বচ্ছতা নেই। অতিরিক্ত **মুনাফার আকাঙ্ক্ষা** গবেষণাগার ও লাইব্রেরির মতো পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছে।

- **আয়ের ভিত্তিতে বিভাগ নির্বাচন:** শিক্ষার্থীর মেধার বদলে **পারিবারিক আয়** এখন ঠিক করে দিচ্ছে সে কী পড়বে। সচ্ছল শিক্ষার্থীরা লাভজনক পেশাদার কোর্স বেছে নিচ্ছে, আর দরিদ্র শিক্ষার্থীরা কম খরচের **মানবিক** (Humanities) বিভাগে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে।
- **মানদণ্ডহীন বিস্তার:** দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে গুণমানের সাথে আপস করা হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও **ন্যাক** (NAAC) দ্বারা স্বীকৃত নয়। **বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি** (Mandatory Accreditation) না থাকায় পরিকাঠামো বা পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ যাচাই করার কোনও উপায় নেই।
- **ডিগ্রি স্ফীতি ও কর্মসংস্থানের অভাব:** নথিকরণ বাড়লেও **প্রকৃত শিক্ষা** (Actual Learning) বাড়ছে না। কারিগরি দক্ষতা ও **সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার** (Critical Thinking) অভাবে ডিগ্রি থাকলেও স্নাতকধারীরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী **কর্মসংযোগ্য** (Employable) হয়ে উঠছে না।

বর্তমান বাধা কাটাতে সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **জাতীয় শিক্ষানীতি** (NEP) 2020: ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বা GER **৫০%-এ** নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য **বহুমুখী শিক্ষা** (Multidisciplinary) এবং **অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট** (ABC) চালু করা হয়েছে। এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপরও গুরুত্ব দেয়।
- **পিএম উষা** (PM USHA): অনুদান ও পরিকাঠামো সহায়তার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর **গুণগত সংস্কারের** জন্য এটি চালু করা হয়েছে।
- **বৃত্তি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রকল্প:**
  - **সেন্ট্রাল সেক্টর স্কলারশিপ:** মেধাবী ও স্বল্প আয়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।
  - **ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ:** অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের স্কুল থেকে কলেজে উত্তরণে সাহায্য করে।
  - **ডঃ আম্বেদকর পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ:** তফশিলি জাতি ও জনজাতির শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার খরচ বহন করে।
- **SWAYAM ও ডিজিটাল শিক্ষা:** এটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে **বিনামূল্যে অনলাইন কোর্স** প্রদান করে। এছাড়া DIKSHA ও NDEAR পরিকাঠামো ডিজিটাল ব্যবধান ঘোচাতে কাজ করছে।
- HEFA (Higher Education Financing Agency): উচ্চমানের পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে **স্বল্প সুদে ঋণ** প্রদান করে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন: ভারতের জন্য শিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সফল মডেলগুলো ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে সহায়ক হতে পারে:

- **ফিনল্যান্ড — সংখ্যার চেয়ে গুণমান:** ফিনল্যান্ডে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষিত এবং **স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক** নিশ্চিত করা হয়। সেখানে কঠোরভাবে **ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত** বজায় রাখা হয়।
- **দক্ষিণ কোরিয়া — লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক সহায়তা:** এখানে **আয়-নির্ভর ঋণ ব্যবস্থা** (Income-contingent loan) চালু রয়েছে, যেখানে ঋণের কিস্তি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের আয়ের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের **টিউশন ফি-র ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ** থাকে।
- **জার্মানি — অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা:** জার্মানি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে **বিনামূল্যে শিক্ষা** প্রদান করে উচ্চশিক্ষাকে একটি সর্বজনীন অধিকারে পরিণত করেছে। ভারত তার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই মডেল আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারে।
- **ব্রাজিল — ProUni প্রকল্প:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য **সম্পূর্ণ ও আংশিক বৃত্তি** নিশ্চিত করা হয়, যা পেশাদার কোর্সে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

- OECD **দেশসমূহ — শিক্ষক উন্নয়ন কাঠামো:** এই দেশগুলোতে শিক্ষকদের জন্য **বাধ্যতামূলক ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন** (CPD) কর্মসূচি থাকে। ভারতও তার বিদ্যমান শিক্ষকদের জন্য **পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি** (Upskilling) নীতি গ্রহণ করতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: সংখ্যাগত বিস্তার থেকে সাম্যের দিকে

উচ্চশিক্ষার প্রবৃদ্ধিকে **অন্তর্ভুক্তিমূলক** ও **উচ্চমানের** করতে নিচের পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে:

১. **আঞ্চলিক বৈষম্য ও ভৌগোলিক ব্যবধান দূর করা**

- উত্তর ও পূর্ব ভারতের অনুন্নত জেলাগুলোতে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা বিদ্যমানগুলোর উন্নতির জন্য **লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ** (Targeted public investment) প্রয়োজন।
- তথ্য-নির্ভর নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতি বছর শিক্ষাগত পরিকাঠামোর **জেলা-ভিত্তিক ম্যাপিং** (District-level mapping) করা উচিত।

২. **শিক্ষক সক্ষমতা ও শিক্ষাদান মান পুনরুজ্জীবিত করা**

- শিক্ষক সংকট মেটাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে **স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের** (Permanent faculty recruitment) জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহিত করতে একটি **জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মিশন** (National Faculty Development Mission) গঠন করা প্রয়োজন।
- একাডেমিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে **চুক্তিভিত্তিক ও অ্যাড-হক শিক্ষক** নির্ভরতা কমিয়ে নিয়মিতকরণের নীতি নিতে হবে।

৩. **আর্থিক ও ব্যয় সংক্রান্ত বাধা দূর করা**

- পেশাদার ও কারিগরি কোর্সে SC, ST, OBC **এবং** EWS শিক্ষার্থীদের জন্য **বৃত্তির আওতা বৃদ্ধি** করা সামাজিক উত্তরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো **আয়-নির্ভর ঋণ ব্যবস্থা** ভারতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু করা যেতে পারে।
- সাশ্রয়ী শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের **ফি কাঠামো নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of fee structures) কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৪. **নিয়ন্ত্রণমূলক ও স্বীকৃতি কাঠামো শক্তিশালী করা**

- গুণমান এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কার্যকরভাবে তদারকি করতে **হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া** (HECI) কাঠামোটি দ্রুত চালু করা উচিত।
- পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান যাচাই করতে বেসরকারি কলেজসহ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য **বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি** (Mandatory accreditation) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

৫. **ন্যায়সঙ্গত সুযোগের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার**

- শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে SWAYAM, NPTEL **এবং** e-PG Pathshala-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে মূল ডিগ্রি প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।
- ডিজিটাল ব্যবধান কমাতে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় **গণ-ডিজিটাল পরিকাঠামো** (Public digital infrastructure) সম্প্রসারণ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, তবে গুণমান, সাম্য এবং শিক্ষাদান ক্ষমতার অভাব এখনও বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে, যা **'স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬'** রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে **'বিকশিত ভারত'** (Viksit Bharat) গড়ার লক্ষ্য পূরণে ভারতকে অবশ্যই **শিক্ষক শক্তি**, **সাশ্রয়ী শিক্ষা** এবং **আঞ্চলিক সাম্যকে** অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অর্থবহ শিক্ষাগত ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Q. India's higher education sector has expanded rapidly, but quality and equity have not kept pace. Critically examine in the light of recent trends. 15 Marks

1.1.3. প্রধান নির্বাচন কমিশনার: সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং উদীয়মান উদ্বেগ

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রায় বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে **অভিশংসন প্রক্রিয়া** (Impeachment proceedings) শুরু করার সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। যদিও এই প্রস্তাবটি সংসদে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবুও এটি **ভারতের নির্বাচন কমিশনের** (ECI) **স্বাধীনতা** এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার **স্বচ্ছতা** নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়কে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার — সাংবিধানিক ভিত্তি এবং ক্ষমতা

A. সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও জনদেশ (Mandate)

ভারতের সংবিধানের **৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) একটি **স্বতন্ত্র সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ**, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য গঠিত।

- এটি সংসদ, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্বাচন পরিচালনা করে।
- এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একমাত্র অভিভাবক হিসেবে কাজ করে এবং **নির্বাহী বিভাগের** (Executive) **হস্তক্ষেপ** থেকে মুক্ত।
- ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইসিআই (ECI) প্রায় ৯৬.৮ কোটি নিবন্ধিত ভোটারের তদারকি করে — যা বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভোটার তালিকা।

B. নির্বাচন কমিশনের গঠন

- নির্বাচন কমিশন **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** (CEC) এবং এক বা একাধিক নির্বাচন কমিশনারদের (ECs) নিয়ে গঠিত। সকলের ক্ষমতা সমান, তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- তাঁরা ভারতের **রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি একটি **বাছাই কমিটির** (Selection Committee) পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ২০২৩ সালের নতুন আইন অনুযায়ী এই কমিটিতে থাকেন:

1. **প্রধানমন্ত্রী** (চেয়ারম্যান)।
2. লোকসভার **বিরোধীদলীয় নেতা** (বা বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা)।
3. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন **কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী**।

C. কার্যকাল, নিরাপত্তা এবং অপসারণ সুরক্ষা

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যকাল **৬ বছর** অথবা **৬৫ বছর** বয়স পর্যন্ত (যেটি আগে হবে)। এই সুরক্ষাগুলো নির্বাহী বিভাগের চাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে:

- **অপসারণ পদ্ধতি:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কেবল **সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির** অনুরূপ পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায় — যার জন্য প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতা প্রয়োজন।
- **অন্যান্য কমিশনার:** অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কেবল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (CEC) সুপারিশক্রমে অপসারণ করা যেতে পারে।
- **আর্থিক স্বাধীনতা:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বেতন ও চাকরির শর্তাবলী ভারতের **সঞ্চিত তহবিলের** (Consolidated Fund of India) ওপর ধার্য করা হয়, যা সংসদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ — সাংবিধানিক প্রক্রিয়া

সংবিধানে একে 'অভিশংসন' না বলে **"অপসারণ"** (Removal) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি অনুচ্ছেদ ১২৪(৪) অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির অনুরূপ।

ধাপ	বিস্তারিত বিবরণ
১. প্রস্তাবের নোটিশ	লোকসভার অন্তত **১০০ জন সদস্য** অথবা রাজ্যসভার অন্তত **৫০ জন সদস্য** স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব জমা দিতে হয়।
২. গ্রহণ বা অনুমোদন	লোকসভার **অধ্যক্ষ** (Speaker) বা রাজ্যসভার **চেয়ারম্যান** প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করেন এবং সেটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।
৩. তদন্ত কমিটি	প্রস্তাব গৃহীত হলে, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় (সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি এবং একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ)।
৪. উভয় কক্ষে ভোটদান	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, প্রতিটি কক্ষে আলাদাভাবে **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়** (Special Majority) প্রস্তাবটি পাস হতে হয়। অর্থাৎ: (ক) কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি ভোট এবং (খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩)** ভোট।
৫. রাষ্ট্রপতির আদেশ	উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর, ভারতের **রাষ্ট্রপতি** অপসারণের চূড়ান্ত আদেশ জারি করেন।

বর্তমান অভিশংসন (অপসারণ) প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট

A. বিরোধী দলের উত্থাপিত প্রধান অভিযোগসমূহ

- **পক্ষপাতমূলক আচরণ:** নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনায় পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ — যেখানে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে অন্যদের তুলনায় সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- **নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন:** নির্বাচনী জালিয়াতি এবং অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়া, যার ফলে কমিশনের **নিরপেক্ষতা** (Neutrality) ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
- **ভোটাধিকার হরণ: বিশেষ নিবিড় সংশোধন** (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া — বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে।

B. এই মুহূর্তটি কেন ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ

- ভারতের ৭৫ বছরের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনো প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (CEC) অভিশংসন করার চেষ্টা করা হচ্ছে — যা **প্রাতিষ্ঠানিক আত্মবিশ্বাসের** (Institutional confidence) চরম অভাবকে প্রতিফলিত করে।
- এটি প্রধান বিরোধী দলগুলো এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি গভীর **কাঠামোগত অবিশ্বাসের** (Structural mistrust) সংকেত দেয় — যা গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয়।
- যদিও সংসদে এটি সফল হওয়ার মতো সংখ্যা নেই, তবুও একটি **প্রতীকী প্রতিবাদ** (Symbolic act) হিসেবে এই প্রস্তাবটি নির্বাচনী জবাবদিহিতার বিষয়টিকে জাতীয় জনবক্তব্যে নিয়ে এসেছে।

C. রাজনৈতিক বাস্তবতা — কেন এই প্রস্তাব সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম

- ক্ষমতাসীন জোটের সংসদে উভয় কক্ষে সুবিধাজনক **সংখ্যাগরিষ্ঠতা** রয়েছে — তাই প্রয়োজনীয় **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** (Special majority) অর্জন করা কার্যত অসম্ভব।
- ফলস্বরূপ, এই প্রস্তাবটি মূলত একটি রাজনৈতিক বিবৃতি এবং জন-জবাবদিহিতার চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে — এটি অপসারণের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া হওয়ার চেয়ে প্রতিবাদের মাধ্যম বেশি।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এবং সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ

A. SIR সম্পর্কে বিস্তারিত

বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) হলো নির্বাচন কমিশন (ECI) পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোটার তালিকা পরিষ্কার ও হালনাগাদ করা হয়। এর লক্ষ্য হলো দ্বৈত এন্ট্রি, মৃত ভোটার এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে সরিয়ে সঠিক ভোটার তালিকা নিশ্চিত করা।

- **১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের** অধীনে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণের আইনি ম্যান্ডেট রয়েছে।
- SIR প্রক্রিয়ায় **AI-ভিত্তিক** অসঙ্গতি শনাক্তকরণ সরঞ্জাম, মাইক্রো-অবজারভার এবং কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্যবহার করা হয়।

B. উত্থাপিত উদ্বেগ — ভোটার বাদ পড়ার মাত্রা ও ভয়াবহতা

- **বিপুল সংখ্যক ভোটার বর্জন:** রিপোর্টে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশসহ একাধিক রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।
- **"Under Adjudication" (বিচারাধীন) ভোটার:** নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তেও বিপুল সংখ্যক ভোটারের আবেদন এবং আপিল অমীমাংসিত থেকে গেছে — যার ফলে নাগরিকরা এক অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছেন যেখানে তারা ভোট দিতে পারছেন না, আবার কোনো সিদ্ধান্তও পাচ্ছেন না।
- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব:** বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বর্জন প্রক্রিয়া **তফসিলি জাতি** (SC), **তফসিলি উপজাতি** (ST), পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলেছে।
- **স্বচ্ছতার অভাব:** ভোটার নাম কাটার পদ্ধতি, মানদণ্ড বা অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট প্রকাশ্য তথ্য দেওয়া হয়নি।
- **অপর্যাপ্ত অভিযোগ প্রতিকার:** যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, নির্বাচনের আগে সঠিক সময়ে নাম সংশোধনের জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত বা সহজ কোনো উপায় ছিল না।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব

A. পক্ষে যুক্তি

- **সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা:** এই প্রস্তাবটি এই নীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে যে, নির্বাচন কমিশনের (ECI) মতো শক্তিশালী স্বাধীন সংস্থাকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় যখন তাদের আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
- **একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বার্তা প্রদান:** এটি সংকেত দেয় যে, অভিযুক্ত **অসদাচরণ (Misconduct)**, পক্ষপাতিত্ব বা ক্ষমতার অপব্যবহার বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হবে না, এমনকি সেই পদটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত হলেও।
- **গণতান্ত্রিক ভারসাম্য (Checks and Balances) বজায় রাখা:** অপসারণ প্রক্রিয়াটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার দিকে **জনসাধারণ এবং সংসদের দৃষ্টি** আকর্ষণ করে, যা বিতর্ক, নিবিড় পরীক্ষা এবং সম্ভাব্য সংস্কারের পথ প্রশস্ত করে।
- **ইসিআই-কে (ECI) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা:** এই প্রস্তাবের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিশনের কার্যক্রমে **আরও স্বচ্ছতা**, স্পষ্টীকরণ এবং উন্নত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

B. বিপক্ষে যুক্তি

- **সংখ্যাগতভাবে বাস্তবসম্মত নয়:** প্রয়োজনীয় **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Special majority)** ছাড়া এই প্রস্তাব পাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে এটি একটি প্রকৃত সাংবিধানিক প্রতিকারের চেয়ে কেবল একটি **প্রতীকী বা অন্তঃসারশূন্য প্রচেষ্টা** হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- **অভিশংসনকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার ঝুঁকি:** যদি এই ধরনের পদক্ষেপ বারবার নেওয়া হয়, তবে এটি একটি **রুটিন রাজনৈতিক হাতিয়ারে** পরিণত হতে পারে। এটি কেবল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) নয়, অন্যান্য স্বাধীন সংস্থার **স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ** করতে পারে।
- **সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিকীকরণ করা:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (CEC) রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করা হলে, নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ অভিভাবকের বদলে **দলীয় সংঘাতের কেন্দ্রে (Site of partisan conflict)** পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **সাংবিধানিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়া:** অভিশংসনের অপব্যবহার বা একে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা **'চাপের মুখে অপসারণ'-এর** একটি নজির তৈরি করতে পারে, যা বিভিন্ন সাংবিধানিক পদের প্রতি **স্থিতিশীলতা এবং আস্থা** কমিয়ে দেয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: আস্থা পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা

A. ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা

- ভোটার তালিকার সমস্ত সংশোধনের জন্য স্পষ্ট, সহজ এবং বিস্তারিত **নির্দেশিকা (Guidelines)** প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে AI টুলের ব্যবহারের মানদণ্ড উল্লেখ থাকবে।
- প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই শক্তিশালী **মানবিক তদারকি (Human oversight)** এবং **জনসাধারণের অডিট (Public-audit)** ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে হবে যাতে কোনো স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত রোধ করা যায়।

B. জবাবদিহিতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- কেবল সংকটের সময় নয়, বরং নিয়মিত বিরতিতে নির্বাচন কমিশনের (ECI) কার্যক্রমের ওপর **সংসদীয় পর্যালোচনা (Parliamentary review)** পরিচালনা করতে হবে।
- বড় ধরনের নির্বাচনী কর্মসূচিগুলোর (যেমন SIR) ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞ, পরিসংখ্যানবিদ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে **স্বতন্ত্র অডিট (Independent audit)** পরিচালনা করতে হবে।

C. নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কার

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) এবং নির্বাচন কমিশনারদের (EC) নিয়োগের জন্য **বাছাই কমিটিকে** (Selection Committee) আরও বিস্তৃত করতে হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
  - একজন **বিচার বিভাগীয় সদস্য**।
  - বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি।
  - শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচন বিষয়ক **বেসরকারি বিশেষজ্ঞগণ**।
- দলীয় পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ কমাতে মনোনয়নের মানদণ্ড এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা (Shortlist) স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য করতে হবে।

D. যোগাযোগ এবং অংশীদারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

- রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের সাথে নিয়মিত **পরামর্শমূলক আলোচনা** (Consultations) করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনের বড় সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষ করে যা ভোটার তালিকার ওপর প্রভাব ফেলে, সেগুলোর দ্রুত এবং **জনসমক্ষে স্পষ্টীকরণ** (Public clarification) নিশ্চিত করতে হবে।

E. ভোটার অধিকার রক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ

- কোনো প্রকৃত ভোটার যাতে ভুলবশত তালিকা থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে:
  - একাধিক এবং সময়াবদ্ধ **অভিযোগ প্রতিকার** (Grievance redressal) ব্যবস্থা প্রদান করে।
  - ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার আগে সংশোধনের সময়সীমা বৃদ্ধি করে।
- **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর** (Marginalised groups) জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতা অভিযান চালাতে হবে যাতে তারা সংশোধন প্রক্রিয়া ও তাদের অধিকার বুঝতে পারে।

F. নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিকীকরণ সীমিত করা

- রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই ইসিআই-এর **সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন** (Constitutional autonomy) সম্মান করতে হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে।
- জনআস্থা বজায় রাখতে সমালোচনাকে পুরো প্রতিষ্ঠানের বদলে **নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের** ওপর সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

G. বিচার বিভাগের ভূমিকা নির্ধারণ

- পাইকারি হারে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের মতো রুটিন নির্বাচনী-প্রশাসনিক কাজ থেকে আদালতকে সাধারণত দূরে থাকতে হবে।
- বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ কেবল গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, যা **ক্ষমতার পৃথকীকরণ** (Separation of powers) নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

উপসংহার

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই অভিশংসন বা অপসারণের প্রচেষ্টা কেবল একটি রাজনৈতিক নাটক নয়, বরং এটি ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় **প্রাতিষ্ঠানিক চাপের** (Institutional stress) একটি গভীর লক্ষণ। গণতন্ত্র রক্ষায় ফোকাস এখন সংঘাত থেকে সরিয়ে **সাংবিধানিক সংস্কারের** (Constitutional reform) দিকে নিতে হবে, যাতে প্রতিটি ভোটারের ভোটাধিকার সম্মান ও সুরক্ষা পায়।

Q. The attempt to impeach the Chief Election Commissioner reflects deeper concerns about institutional trust rather than merely a political confrontation. Discuss in the context of recent developments. 15 Marks

1.1.4. ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভূমিকা

সম্প্রতি নির্বাচনী রাজ্যগুলোতে (বিশেষ করে **পশ্চিমবঙ্গে**) রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনের (ECI) পক্ষ থেকে সরাসরি **বদলি** করার বিষয়টি একটি সাংবিধানিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এটি সংবিধানের **৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের** পরিধি এবং বিধিবদ্ধ **সার্ভিস আইনের** কার্যকারিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। এই বিষয়টি মূলত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং দেশের **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** বজায় রাখার মধ্যেকার এক টানাপোড়েনকে তুলে ধরে।

আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামো

১. ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ: ক্ষমতার পরিধি ও প্রকৃতি

- **৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ** নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়। এটি নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী **স্বচ্ছতা** নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কর্তৃপক্ষে পরিণত করে।
- এই বিধানটি ইচ্ছাকৃতভাবেই অত্যন্ত ব্যাপক রাখা হয়েছে, যাতে যেখানে আইন অস্পষ্ট বা অপর্যাপ্ত, সেখানেও কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
- এই নমনীয়তা নিশ্চিত করে যে, যে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও নির্বাচন যেন দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

২. ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা

মোহিন্দর সিং গিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল:

- ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হলো ক্ষমতার এক **"ভাণ্ডার"** (Reservoir of powers), যা সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতেও নির্বাচন কমিশনকে কাজ করার অনুমতি দেয়।
- যাইহোক, এই ক্ষমতা **পরম বা নিরঙ্কুশ** (Absolute) নয়; এটি বিদ্যমান আইনের পরিপূরক হতে পারে, কিন্তু আইনের বিকল্প হতে পারে না।
- আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, কমিশনের সমস্ত পদক্ষেপের একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** নিশ্চিত করা।

৩. সিভিল সার্ভিস বা সরকারি সেবা নিয়ন্ত্রণকারী আইনি কাঠামো

- IAS এবং IPS কর্মকর্তাদের পরিচালনা করা হয় **সর্বভারতীয় সেবা আইন, ১৯৫১** (All India Services Act, 1951) এবং সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা।
- রাজ্যের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (যার মধ্যে বদলি এবং নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত) সাধারণত **রাজ্য সরকারের** হাতে থাকে।
- সংবিধানের **সপ্তম তফসিল** অনুযায়ী, "রাজ্য জনসেবা" (State Public Services) **রাজ্য তালিকার** অন্তর্ভুক্ত, যা প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্যের কর্তৃত্বকে জোরালো করে।

৪. নির্বাচনী আইন

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এবং ১৯৫১:

- নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি বিস্তারিত কাঠামো প্রদান করে।

- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।
- তবে, এই আইনগুলোতে সরাসরি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের **বদলি** করার স্পষ্ট ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়নি।

বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতার গুরুত্ব

১. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা

নির্বাচন কমিশনের এই বদলির উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক যন্ত্রের অপব্যবহার বা কোনও প্রকার **রাজনৈতিক প্রভাব** বন্ধ করে নির্বাচনী **নিরপেক্ষতা** ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

এই পদক্ষেপটি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সাংবিধানিক ক্ষমতার সক্রিয় প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী **নির্বাচনী প্রহরী** হিসেবে কমিশনের ভাবমূর্তিকে আরও দৃঢ় করে।

৩. নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার ওপর প্রভাব

এটি রাজ্য প্রশাসনের ওপর নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের মাত্রাকে সামনে নিয়ে আসে। এর ফলে সাধারণ শাসনব্যবস্থা এবং নির্বাচনী তদারকির মধ্যে একটি স্পষ্ট **সীমারেখা** টানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য

এই বিষয়টি **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর** (Cooperative Federalism) শক্তি পরীক্ষা করে। প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে কমিশনের এই হস্তক্ষেপ রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়।

বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ

১. আইনি ভিত্তির অভাব

- ভারতের নির্বাচন কমিশনকে (ECI) মুখ্য সচিব বা ডিজিপি-র (DGP) মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বদলি করার জন্য কোনও **সুস্পষ্ট আইনি ক্ষমতা** দেওয়া হয়নি, যা এই ধরনের পদক্ষেপকে সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।
- শুধুমাত্র **৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের** ওপর নির্ভরতা আইনি অস্পষ্টতা তৈরি করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাংবিধানিক সংঘাতের পথ খুলে দেয়।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত উদ্বেগ

- নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত **রাজ্য সরকারের** কর্তৃত্বকে খর্ব করে এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষমতার ভারসাম্যকে নষ্ট করে।
- আগে থেকে আলোচনা না করার ফলে **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** দুর্বল হয় এবং সাংবিধানিক ও রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস হ্রাস পায়।

৩. প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা

- উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হঠাৎ অপসারণের ফলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয় এবং প্রশাসনিক স্তরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।
- নির্বাচনের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্থিতিশীল ও সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন, যা এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

৪. **পক্ষপাতিত্বের ধারণা**

- এই ধরনের বদলি একটি পরোক্ষ ধারণা তৈরি করে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পক্ষপাতদুষ্ট বা নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে অক্ষম।
- তবে, স্বচ্ছ কোনও মানদণ্ড বা তদন্তের অভাব থাকায় এই সিদ্ধান্তগুলো **খামখেয়ালি** বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়।

৫. **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের (Natural Justice) লঙ্ঘন**

- আক্রান্ত কর্মকর্তাদের অনেক সময় বদলির আগে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করার বা অভিযোগের জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না।
- এই যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের** নীতি লঙ্ঘন করে এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের স্বচ্ছতাকে ক্ষুন্ন করে।

৬. **সিভিল সার্ভিসের মনোবলের ওপর প্রভাব**

- খামখেয়ালি বা আকস্মিক বদলি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে এবং তাদের স্বাধীন ও পেশাদার সিদ্ধান্ত নিতে নিরুৎসাহিত করে।
- দীর্ঘমেয়াদে এটি প্রশাসনের দক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে এবং আমলাতন্ত্রের **নিরপেক্ষতা** দুর্বল করতে পারে।

৭. **প্রাতিষ্ঠানিক অতি-সক্রিয়তার ঝুঁকি (Institutional Overreach)**

- ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাপক ব্যাখ্যা নির্বাচন কমিশনের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পারে।
- সুপ্রিম কোর্ট যেমনটি সতর্ক করেছে, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সাংবিধানিক শাসনের পরিপন্থী এবং এটি প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: নির্বাচন পরিচালনা সংস্থাগুলোর (EMBs) ক্ষমতা

১. **নির্বাচন কমিশন (যুক্তরাজ্য/UK)**

- যুক্তরাজ্যের নির্বাচন কমিশন মূলত নিয়ন্ত্রক এবং পরামর্শদায়ক ভূমিকা পালন করে, যা প্রচারণার অর্থায়ন এবং নির্বাচনী আচরণের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
- তাদের কাছে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি করার ক্ষমতা নেই, কারণ সেখানে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা মূলত **বিকেন্দ্রীভূত** এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

২. **ফেডারেল ইলেকশন কমিশন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/USA)**

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FEC মূলত নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেয়, যেখানে নির্বাচন পরিচালনা করে প্রতিটি রাজ্য।
- রাজ্য কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ বা বদলি করার কোনও **কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ** সেখানে নেই, যা শক্তিশালী রাজ্য স্বায়ত্তশাসনকে প্রতিফলিত করে।

৩. **ইলেকশনস কানাডা এবং অস্ট্রেলীয় নির্বাচন কমিশন**

- কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশের নির্বাচন কমিশনই নিবেদিত পেশাদার নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে, যা রাজ্য বা প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়।
- এই **প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা** স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘাত এড়িয়ে সুশৃঙ্খল নির্বাচনী শাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

আগামী পথ

১. আইনি স্পষ্টীকরণ

- অস্পষ্টতা দূর করতে সংসদকে নির্বাচনের সময় কর্মকর্তাদের বদলি এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার পরিধি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- এটি বিদ্যমান সার্ভিস আইনের সঙ্গে সংঘাত রোধ করবে এবং কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাদ কমিয়ে আনবে।

২. সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি

- বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ মানদণ্ড এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি স্বচ্ছ **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)** তৈরি করা উচিত।
- এই ধরনের নির্দেশিকা ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনা কমাবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা

- বড় ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের আগে রাজ্য সরকারগুলোর সঙ্গে **বাধ্যতামূলক আলোচনার** একটি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া উচিত।
- এটি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সময় আরও ভালো সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

৪. বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ

- সুপ্রিম কোর্ট সার্ভিস আইন এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট সীমা স্পষ্ট করতে পারে।
- এটি একটি প্রামাণ্য ব্যাখ্যা প্রদান করবে, যা নির্বাচনী স্বায়ত্তশাসন এবং সাংবিধানিক সীমার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করবে।

৫. সিভিল সার্ভিসের জন্য সুরক্ষা

- কর্মকর্তাদের বদলি করার আগে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, যেমন আগাম নোটিশ এবং জবাব দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত।
- এটি সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মনোবল, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং একটি **সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিবেশ** গড়ে তুলবে।

৬. প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা শক্তিশালী করা

- দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং পেশাদারভাবে স্বাধীন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া উচিত।
- এটি প্রশাসনের সহজাত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে, ফলে ঘনঘন বা প্রতিরোধমূলক বদলির প্রয়োজন কমে আসবে।

উপসংহার

ভারতের নির্বাচন কমিশন ভারতের গণতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু, তবে এর ক্ষমতা অবশ্যই **সাংবিধানিক সীমা** এবং **যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির** মধ্যে বিকশিত হওয়া উচিত। আগামী দিনে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাত এড়াতে আইনি স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক বিশ্বাস—উভয়কেই শক্তিশালী করা একটি স্থিতিস্থাপক ও পরিপক্ক গণতন্ত্র বজায় রাখার চাবিকাঠি হবে।

Q. The Election Commission of India's powers under Article 324 are wide but not unfettered. Examine in the context of recent controversies over transfer of senior State officials. 15 Marks

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. প্রতিবেশী প্রথম: ভারত-নেপাল সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ

ভূমিকা

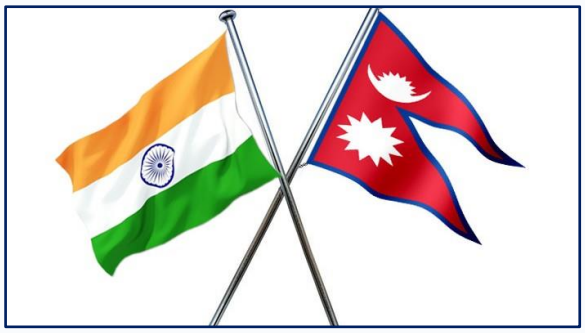

- নেপালের সাম্প্রতিক **নেতৃত্বের পরিবর্তন** ভারতের জন্য সক্রিয় কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে **পুনরুজ্জীবিত** করার একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করতে **"প্রতিবেশী প্রথম"** (Neighbourhood First) নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিবর্তন

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক শতাব্দী প্রাচীন **shared history (অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস)**, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক মিলের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

১. **ঐতিহাসিক ভিত্তি**

- **সভ্যতার সংযোগ:** হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য, পবিত্র তীর্থস্থান (**লুম্বিনী, পশুপতিনাথ**) এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক বিদ্যমান।
- **সুগৌলি চুক্তি (১৮১৫-১৬):** ব্রিটিশ ভারতের সাথে নেপালের বর্তমান **১,৭৫১ কিমি উন্মুক্ত সীমান্ত** (open border) মূলত এই চুক্তির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল।

২. **স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগ (১৯৪৭-১৯৯০)**

- **কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা:** ১৯৪৭ সালের ১৭ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **ভিত্তিপ্রস্তর: ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি**—যা উন্মুক্ত সীমান্ত, মানুষের অবাধ চলাচল, পণ্য পরিবহন এবং **নিরাপত্তা সহযোগিতার** পথ প্রশস্ত করে।
- **জলসম্পদ চুক্তি:** কোশি (১৯৫৪) এবং গণ্ডক (১৯৫৯) নদীর পানিবণ্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- **বিশেষ সম্পর্ক:** অর্থনৈতিক সহায়তা এবং জনগণের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক (যার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **গোর্খা নিয়োগ** অন্যতম) এই সময়কালকে চিহ্নিত করে।

৩. **গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও অর্থনৈতিক গভীরতা (১৯৯০-২০১৪)**

- **গণতন্ত্রে সমর্থন:** ১৯৯০ সালে নেপালের বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং ২০০৬ সালের **বিস্তৃত শান্তি চুক্তি** (Comprehensive Peace Agreement) স্থাপনে ভারত সমর্থন জানায়।
- **মহাকালী চুক্তি (১৯৯৬):** সমন্বিত নদী উন্নয়নের জন্য এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **বাণিজ্য ও ট্রানজিট:** বাণিজ্য ও পারাপার চুক্তির নবায়ন এবং **জলবিদ্যুৎ সহযোগিতা** ও বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা দূর করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪. **একবিংশ শতাব্দী: কানেক্টিভিটি ও কার্যকরী সহযোগিতা (২০১৫–বর্তমান)**

- **প্রতিবেশী প্রথম নীতি:** ২০১৪ সালের পর থেকে উচ্চপর্যায়ের সফর (১৭টিরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের সফর) দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করেছে।

- **অবকাঠামো উন্নয়ন: মোতিহারি-অমলেখগঞ্জ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন,** আন্তঃসীমান্ত রেলপথ (জয়নগর-কুর্থা), ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (ICP) এবং মালবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- **জ্বালানি খাতে অগ্রগতি:** দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; যেখানে ভারত আগামী দশকে নেপাল থেকে **১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ** আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া অরুণ-৩ (Arun-III) ও লোয়ার অরুণের মতো বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে কাজ চলছে।
- **ডিজিটাল সংযোগ:** UPI **ইন্টারঅপারেবিলিটি** চালু করার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সহজতর করা হয়েছে।
- **শিক্ষা ও সংস্কৃতি:** ভারত প্রতি বছর হাজার হাজার **বৃত্তি (scholarship)** প্রদান করে এবং **পশুপতিনাথ-কাশী** ধর্মীয় সার্কিট লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকৃষ্ট করে।

৫. সমসাময়িক প্রবণতা (২০২৫–২০২৬)

- জ্বালানি, কানেক্টিভিটি এবং **সবুজ বিদ্যুৎ (green power)** বাণিজ্যের মাধ্যমে বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ।
- তৃতীয় দেশের সাথে (যেমন- বাংলাদেশ) **ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা** এবং ট্রানজিট প্রোটোকল আধুনিকীকরণের পথে অগ্রগতি।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আঞ্চলিক ও সীমান্ত বিরোধ:

- **সুগৌলি চুক্তির (১৮১৫-১৮১৬)** ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আজও এই সম্পর্কের একটি প্রধান সমস্যা। বিতর্কিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে **কালাপানি** (Kalapani), **লিপুলেখ** (Lipulekh) এবং **লিম্পিয়াধুরা** (Limpiyadhura)।
- নেপাল ২০২০ সালে তাদের সংবিধানে **মানচিত্র সংশোধন** করে এই অঞ্চলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২০২৫ সালে তাদের নতুন **১০০ টাকার নোটে** এগুলো চিত্রিত করে।
- ভারত এই অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং নেপালের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০২৬ সালের জুনে লিপুলেখ পাস দিয়ে **ভারত-চীন সীমান্ত বাণিজ্য** পুনরায় শুরু করার পরিকল্পনা নেপালের সার্বভৌমত্বের উদ্বেগকে আবারও উসকে দিয়েছে।

২. অসমতার ধারণা এবং ১৯৫০ সালের চুক্তি:

- আকার এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে কাঠামোগত **অসমতা (Asymmetry)** নেপালের মধ্যে ভারতের **"দাদাগিরি" (Big Brother attitude)** সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে।
- **১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকে** নেপালের তরুণ প্রজন্ম ক্রমবর্ধমানভাবে একটি অসম এবং **ঔপনিবেশিক আমলের অবশেষ** হিসেবে দেখে।
- চুক্তি সংশোধনের সুপারিশকারী **এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ (EPG)**-এর রিপোর্ট ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করায় দুই দেশের মধ্যে **আস্থার সংকট (Trust Deficit)** গভীর হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং বাণিজ্য ঘাটতি:

- নেপাল একটি বিশাল **বাণিজ্য ঘাটতির (Trade Deficit)** সম্মুখীন, কারণ তারা তাদের আমদানির প্রায় ৭০% এর জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল।
- নেপালি কৃষি পণ্যের (যেমন আদা ও চা) ওপর **শুল্ক বহির্ভূত বাধা (Non-tariff barriers)** এবং নেপালি ব্যবসায়ীদের **GST রিফান্ড** প্রক্রিয়ায় বিলম্ব প্রায়ই অর্থনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৪. **উন্মুক্ত সীমান্তের নিরাপত্তা সমস্যা:**

- **১,৭৫১ কিমি উন্মুক্ত ও ছিদ্রযুক্ত** (Porous) **সীমান্ত** মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখলেও এটি **পাচার** (Smuggling), মানবপাচার, জাল নোটের প্রচলন এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধের মতো চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য নিরন্তর দ্বিপাক্ষিক সমন্বয় প্রয়োজন।

৫. **জলসম্পদ এবং জলবিদ্যুৎ বাস্তবায়ন:**

- অংশীদারিত্বমূলক নদীগুলো জ্বালানি ও সেচের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করলেও **সুবিধা-বণ্টন** (Benefit-sharing), প্রকল্পের বিলম্ব এবং ভাটির প্রভাব নিয়ে বিতর্ক লেগেই থাকে।
- **পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্পের** (Pancheshwar Multipurpose Project) মতো উদ্যোগগুলোর ধীরগতি দুই দেশের ভিন্ন অগ্রাধিকার এবং বাস্তবায়নগত বাধাগুলোকে তুলে ধরে।

৬. **ভূ-রাজনৈতিক বহুমুখীকরণ এবং চীন ফ্যাক্টর:**

- চীনের সাথে নেপালের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এবং **বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ** (BRI)-এ অংশগ্রহণ একটি ত্রিমুখী গতিশীলতা তৈরি করেছে। ভারত নেপালে চীনের বর্ধিত অবকাঠামো এবং **কানেক্টিভিটি প্রকল্পগুলোকে** কৌশলগত উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

৭. **নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা:**

- ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, জোটের রাজনীতি এবং ২০২৫ সালের Gen-Z **প্রতিবাদ** ও ২০২৬ সালের সংসদীয় নির্বাচনের মতো ঘটনাগুলো নীতির ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে। ক্রমবর্ধমান **জাতীয়তাবাদ** এবং যুব-চালিত দাবিগুলো মাঝেমধ্যে নেপালের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় ভারত-বিরোধী মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে।

ভবিষ্যৎ পন্থা: ভারত-নেপাল সম্পর্কের কৌশলগত রোডম্যাপ

১. **আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক ও সীমান্ত সমস্যার সমাধান:**

- **কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা** সংক্রান্ত বিরোধগুলোকে জনসমক্ষে বাগবিতণ্ডার পরিবর্তে শান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন **কূটনৈতিক চ্যানেলের** (Diplomatic channels) মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।
- একতরফা পদক্ষেপ এড়িয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে **যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ** (Joint Boundary Working Group) এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **১৯৫০ সালের চুক্তির আধুনিকায়ন:**

- **এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ** (EPG)-এর রিপোর্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পর্যায়ক্রমে এর ওপর আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।
- অনন্য উন্মুক্ত সীমান্ত এবং জনগণের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রেখে, বর্তমান সময়ের **সার্বভৌম সমতা** (Sovereign equality) বজায় রেখে **১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকে** আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৩. **জলবিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সহযোগিতায় গতি আনা:**

- **অরুণ-৩, পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্প** এবং আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী **বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তিকে** পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে নেপাল ভারতে **১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ** রপ্তানি করতে পারে, যা দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে।

৪. **কানেক্টিভিটি এবং অবকাঠামো বাস্তবায়ন বৃদ্ধি:**

- আন্তঃসীমান্ত রেলপথ (যেমন- **রক্সৌল-কাঠমান্ডু**), পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন সম্প্রসারণ, **ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট** (ICP) এবং অভ্যন্তরীণ জলপথের কাজ সময়মতো শেষ করা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বাড়িয়ে আস্থা অর্জন এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং বাণিজ্যের প্রসার:**

- একটি **দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির** (BEPA) মাধ্যমে বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনা, সীমান্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং নেপালের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে। কৃষি, পর্যটন এবং উৎপাদন খাতে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী **বাণিজ্য ঘাটতি** (Trade deficit) কমাতে হবে।

৬. **সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার:**

- মানবিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য **উন্মুক্ত সীমান্ত** বজায় রাখতে হবে, তবে চোরাচালান, পাচার এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনে নজরদারি, **উপাত্ত আদান-প্রদান** (Data exchange) এবং উন্নত যৌথ মেকানিজম চালু করতে হবে।

৭. **ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব গভীর করা:**

- UPI **ইন্টারঅপারেবিলিটি**, আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল পেমেন্ট, ফিনটেক, এআই (AI) এবং সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নেপালের **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** এবং দক্ষতা উন্নয়নে 'নেপাল-ভারত টেক ফোরাম ২০২৬'-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার

ভারত ও নেপালের মধ্যকার এই অনন্য বন্ধন **অর্থনৈতিক সহযোগিতা** এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব। পুরোনো মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে উভয় পক্ষ যদি **আধুনিক কানেক্টিভিটি** (Modern connectivity) বা সংযোগকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ অর্জন করা যাবে। সমান অংশীদার হিসেবে একত্রে কাজ করার মাধ্যমেই একটি শক্তিশালী এবং আরও সমন্বিত **দক্ষিণ এশিয়া** গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. India-Nepal relations, despite deep historical and cultural ties, face recurring geopolitical and economic challenges. Examine these challenges and suggest measures to strengthen bilateral ties under India's 'Neighbourhood First' policy. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের LPG সংকট: সরবরাহ নিরাপত্তা বিহীন এক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা

ভূমিকা

- ভারত প্রায় **৩৩ কোটি পরিবারকে** পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানির আওতায় এনেছে, যার মূল ভিত্তি হলো **এলপিজি**। তবে পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং **হরমুজ প্রণালীতে** বাধার ফলে ভারতের অতিরিক্ত **আমদানিনির্ভরতা** এবং **দুর্বল সঞ্চয় ক্ষমতা** প্রকাশ পেয়েছে।
- বর্তমানে এটি স্পষ্ট যে, নারী ক্ষমতায়ন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নেওয়া এই রূপান্তরটি একটি সুরক্ষিত ও রাষ্ট্র-পরিচালিত সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে ভঙ্গুর **বৈশ্বিক বাজারের** ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রেক্ষাপট: কেরোসিন থেকে এলপিজি-তে রূপান্তর

১. কেরোসিন যুগ – রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত জনকল্যাণ

- কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান রান্নার জ্বালানি ছিল **কেরোসিন**, যা **রেশন কার্ডের** মাধ্যমে **গণবণ্টন ব্যবস্থা** (PDS)-এর অধীনে সরবরাহ করা হতো।
- সরকার স্থানীয় ডিপোগুলোতে জ্বালানির **ভৌত মজুদ** (Physical Stocks) বজায় রাখত এবং পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করত, যা পরিবারগুলোকে **আন্তর্জাতিক মূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধি** থেকে সুরক্ষা দিত।
- তবে, কেরোসিন এবং জৈব জ্বালানি (কাঠ, ঘুঁটে) পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট মারাত্মক **অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ** নারী ও শিশুদের মধ্যে **শ্বাসকষ্টজনিত রোগ** এবং **অকাল মৃত্যুর** কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২. এলপিজি-তে স্থানান্তর – আধুনিক জ্বালানি উন্নয়ন

- ২০১৬ সাল থেকে সরকার কেরোসিনের পরিবর্তে এলপিজি ব্যবহারের ওপর জোর দেয়, বিশেষ করে **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা** (PMUY)-এর অধীনে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে **১৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে** আনুষ্ঠানিকভাবে **"কেরোসিন-মুক্ত"** ঘোষণা করা হয়েছে, যা জ্বালানি নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন।
- কেরোসিনের তুলনায় এলপিজি-র **ক্যালোরিফিক মান** (Calorific Value) অনেক বেশি, যার ফলে রান্না **দ্রুত, পরিচ্ছন্ন এবং সাশ্রয়ী** হয় এবং নারীদের **সময়ের অপচয়** হ্রাস পায়।

৩. রাষ্ট্রের পরিবর্তিত ভূমিকা

- আগে রাষ্ট্র সরাসরি **জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ** করত (কেরোসিন)।
- এখন এলপিজি-র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা **সরাসরি মজুদ নিয়ন্ত্রণ** থেকে সরে এসে **ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা** (Subsidy Management) এবং **বাজার নিয়ন্ত্রণে** সীমাবদ্ধ হয়েছে।
- এর ফলে বড় আকারের মজুদ বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের **ভৌত দায়বদ্ধতা** (Physical Responsibility) হ্রাস পেয়েছে, যা সাধারণ পরিবারগুলোকে বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহের সংকটের মুখে **অরক্ষিত** করে তুলেছে।

ভারতের বর্তমান LPG সংকট: আমদানি বৃদ্ধি, সরবরাহ বিঘ্ন এবং মজুদের অভাব

১. আমদানিনির্ভরতা বৃদ্ধি

- ভারতের বার্ষিক **এলপিজি (LPG) ভোগ** বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় **৩১–৩৩ মিলিয়ন টনে**।
- মোট চাহিদার প্রায় **৬০–৬৫% আমদানি**র মাধ্যমে মেটানো হয় (২০১৫ সালে যা ছিল ৪৭%)।
- গত এক দশকে আমদানি **তিনগুণ** বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় **২০ মিলিয়ন টনে** পৌঁছেছে।

২. পশ্চিম এশিয়া ও হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা

- ভারতের এলপিজি আমদানির প্রায় **৯০% আসে পশ্চিম এশিয়া** (সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব ও কুয়েত) থেকে।
- এই আমদানির সিংহভাগই **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) নামক সংকীর্ণ ও যুদ্ধবিক্ষুব্ধ জলপথ দিয়ে আসে।
- পশ্চিম এশিয়ায় **যুদ্ধ বা অবরোধ** তৈরি হলে ভারতের অর্ধেক সরবরাহ শৃঙ্খল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. মজুদের ঘাটতি ও কৌশলগত ভারসাম্যহীনতা

- ভারতে দৈনিক প্রায় **৮০,০০০ টন** এলপিজি প্রয়োজন, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরেজ ক্ষমতা মাত্র **১.৪ লক্ষ টন**।
- এই মজুদ জাতীয় চাহিদার **দুই দিনেরও কম** সময়ের জন্য যথেষ্ট।
- বিপরীতে, ভারতের **কৌশলগত অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) মজুদ** প্রায় ৬০ দিনের জন্য সংরক্ষিত, যা জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি **কৌশলগত ভারসাম্যহীনতা** নির্দেশ করে।

৪. সংকটের স্বল্পমেয়াদী প্রভাব

- ২০২৬ সালের মার্চের প্রথমার্ধে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় এলপিজি ভোগ প্রায় **১৭–১৮% হ্রাস** পেয়েছে।
- সরকার **উজ্জ্বলা (PMUY)** গ্রাহকদের সুরক্ষা দিতে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতের বরাদ্দ কমিয়ে **গৃহস্থালির সরবরাহকে অগ্রাধিকার** দিচ্ছে।

LPG, LNG এবং PNG-এর ধারণা

১. এলপিজি (LPG) – গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস

- **উপাদান:** প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ।
- **অবস্থা ও মজুদ:** সাধারণ তাপমাত্রায় **মাঝারি চাপে তরল** করে স্টিল সিলিন্ডারে রাখা হয়; এটি **গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায়** পরিবহনের জন্য আদর্শ।
- **উৎস:** প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ এবং **তেল শোধনাগারের** উপজাত।

২. এলএনজি (LNG) – শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের জ্বালানি

- **উপাদান:** মূলত মিথেন (CH_4)।
- **অবস্থা ও মজুদ:** প্রাকৃতিক গ্যাসকে **–১৬২° সেলসিয়াসে** (Cryogenic state) শীতল করা হয়, যা এর আয়তন **৬০০ গুণ কমিয়ে** সমুদ্রপথে দূরপাল্লার পরিবহনে সাহায্য করে।
- **লজিস্টিকস:** এটি ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত জাহাজ এবং **রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল** (যেমন দাহেজ, কোচি) প্রয়োজন।

৩. পিএনজি (PNG) – শহরের পাইপলাইন গ্যাস

- **উপাদান:** মূলত মিথেন (CH_4)।
- **বণ্টন:** এটি পাইপলাইনের মাধ্যমে **গ্যাসীয় অবস্থায়** সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়।

- **লজিস্টিকস:** এর জন্য ঘন **পাইপলাইন নেটওয়ার্ক** প্রয়োজন, তাই এটি মূলত **শহরাঞ্চলে** সীমাবদ্ধ।
- **ব্যবহার:** নিরবচ্ছিন্ন রান্নার কাজ এবং ছোট আকারের শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি ও জনকল্যাণের গুরুত্ব

১. **বিস্তার এবং পরিধি**

- ভারতে মোট ঘরোয়া **এলপিজি (LPG) সংযোগের** সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় **৩৩ কোটিতে**, যা গত এক দশকে দ্বিগুণেরও বেশি।
- শুধুমাত্র **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)**-এর মাধ্যমেই দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা (BPL) এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মহিলাদের **১০.৩৩ কোটিরও বেশি সংযোগ** দেওয়া হয়েছে।
- এর ফলে ভারত বর্তমানে আমেরিকার পর বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম এলপিজি ব্যবহারকারী** দেশে পরিণত হয়েছে।

২. **স্বাস্থ্য এবং সময় সাশ্রয়**

- বিভিন্ন গবেষণা (যেমন IISD) অনুযায়ী, কাঠ বা ঘুঁটের পরিবর্তে এলপিজি ব্যবহার করায় জ্বালানি সংগ্রহ ও রান্নার ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় **১ ঘণ্টা সময় সাশ্রয়** হয়।
- এলপিজি ব্যবহারে **অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ** হ্রাস পায়, যা **শ্বাসকষ্টজনিত রোগ**, চোখের সমস্যা এবং কম ওজনের শিশু জন্মের ঝুঁকির সাথে সরাসরি যুক্ত।
- তথ্য-প্রমাণ অনুযায়ী, এর ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, কারণ তাঁরা দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরের ভেতরে কাটান।

৩. **সামাজিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব**

- এই প্রকল্পটি একটি দৃশ্যমান সরকারি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত; সিলিন্ডারের গায়ে সরকারি লোগো থাকে এবং **সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT)**-এর মাধ্যমে ভর্তুকির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।
- এটি পারিবারিক জ্বালানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে **নারীদের কর্তৃত্ব** বৃদ্ধি করেছে এবং দূষণকারী জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও গ্যাস-ভিত্তিক শক্তির জন্য সরকারি প্রকল্প

১. **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)**

- **২০১৬ সালে** দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মহিলাদের **বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ** দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি চালু হয়।
- **সাফল্য:** ২০২২ সালের মধ্যে ১০ কোটির বেশি সংযোগ এবং বর্তমানে PMUY 1.0, 2.0 ও 3.0 মিলিয়ে সংযোগ সংখ্যা **১০.৩৩ কোটি** ছাড়িয়েছে।
- **সহায়তা:** সিলিন্ডার, রেগুলেটর এবং সুরক্ষা সরঞ্জামের জন্য নগদ সহায়তা এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি রিফিলে প্রায় **৩০০ টাকা ভর্তুকি** দেওয়া হয়।

২. **গোবর্ধন প্রকল্প**

- পুরো নাম: Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan।
- **উদ্দেশ্য:** গবাদি পশুর বর্জ্য এবং জৈব আবর্জনাকে **বায়োগ্যাস (Biogas)** ও সারে রূপান্তরিত করা, যাতে এলপিজি-র ওপর নির্ভরতা কমে এবং গ্রামীণ পরিচ্ছন্নতা বাড়ে।
- **মূল ধারণা:** প্রতিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট একটি গ্রামের ক্লাস্টারে **৫–১০টি পরিবারকে** জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে।

- তবে রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার অভাবে অনেক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বর্তমানে **নিষ্ক্রিয়** (Dormant) অবস্থায় রয়েছে।

৩. কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ

- আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের আকস্মিক ধাক্কা সামলাতে ভারতের কাছে প্রায় **৬০ দিনের অপরিশোধিত তেল** (Crude Oil) **মজুদ** রয়েছে।
- কিন্তু এলপিজি-র জন্য এ ধরনের বড় মাপের কোনো কৌশলগত মজুদ নেই। ম্যাঙ্গালোর এবং বিশাখাপত্তনমের **আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাভার্ন** (Underground Caverns) বা ভূগর্ভস্থ গহ্বরগুলিতে মাত্র **১.৪ লক্ষ টন** মজুদ ক্ষমতা রয়েছে—যা **দুই দিনেরও কম** সরবরাহের সমান।

নিচে আপনার দেওয়া বিষয়বস্তুটির একটি সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভুল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি **বোল্ড** (Bold) করে চিহ্নিত করা হয়েছে:

ভারতের LPG-ভিত্তিক জনকল্যাণ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ ও কাঠামোগত ঘাটতি

১. রিফিল করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধা

- প্রাথমিক সংযোগ বিনামূল্যে হলেও, একটি সিলিন্ডার **রিফিল করার খরচ** অনেক সময় ৮০০–১,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।
- **উজ্জ্বলা** (PMUY) গ্রাহকদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন স্বাভাবিক সময়েও রিফিল করার সামর্থ্য রাখেন না, ফলে সংযোগ থাকলেও ব্যবহার হয় না।
- গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সরকারি **ভর্তুকি** পর্যাপ্ত নয়।

২. লজিস্টিক ও সরবরাহ শৃঙ্খলের ঘাটতি

- গ্রামীণ এলাকায় সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ৪৫ দিন বা তার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- সরবরাহ কমে গেলে অপেক্ষার সময় আরও বেড়ে যায় এবং দরিদ্র এলাকা থেকে সিলিন্ডার অন্যত্রে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে।
- গ্রামে **পাইপলাইন** (PNG) অবকাঠামো না থাকায় তারা সম্পূর্ণভাবে সিলিন্ডারের ওপর নির্ভরশীল, যা সড়ক ও রেল পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল।

৩. সামাজিক অসমতা ও প্রবেশাধিকারের সমস্যা

- বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, গ্রাম পর্যায়ে গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থায় **জাতপাত ও সামাজিক আধিপত্য** প্রভাব ফেলে।
- **তফসিলি জাতি ও উপজাতি** (SC/ST) পরিবারগুলো সিলিন্ডার বরাদ্দে কম অগ্রাধিকার এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানায়।
- মহিলারা নামমাত্র সুবিধাভোগী হলেও, গ্যাসের দাম, বুকিং বা ডেলিভারির ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না; এগুলো ডিলার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে থাকে।

৪. সংকটের সময় মহিলাদের ওপর বর্ধিত চাপ

- এলপিজি দুষ্প্রাপ্য বা মহার্ঘ হয়ে পড়লে মহিলারা পুনরায় **জৈব জ্বালানি (কাঠ, ঘুঁটে)** ব্যবহারে বাধ্য হন।
- এর ফলে তাঁদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি ও শারীরিক পরিশ্রম বেড়ে যায়, যা উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্যকে ম্লান করে দেয়।
- খরাপ্রবণ এবং বনসংলগ্ন দুর্গম এলাকাগুলোতে **জ্বালানি রূপান্তর** (Energy Transition) আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

৫. নীতিগত লক্ষ্য ও অবকাঠামোর মধ্যে অমিল

- সবার কাছে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য থাকলেও, সেই তুলনায় **মজুদ ক্ষমতা** (Storage) বা বিকল্প জ্বালানির অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি।

- রাষ্ট্র এলপিজি-কে কেবল একটি **"ভর্তুকি প্রকল্প"** হিসেবে দেখেছে, কিন্তু একে একটি পূর্ণাঙ্গ **"জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা"** হিসেবে গড়ে তোলার অগ্রাধিকার দেয়নি।
- এর ফলে **"নিরাপত্তাহীন জনকল্যাণ"**-এর ফাঁদ তৈরি হয়েছে: রাষ্ট্র সংযোগ দিতে পারলেও বৈশ্বিক সংকটের সময় সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: বিকল্প ব্যবস্থা ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরি

১. **এলপিজি-র কৌশলগত মজুদ (Strategic Storage) বৃদ্ধি**

- অপরিশোধিত তেলের মতো এলপিজি-র ক্ষেত্রেও অন্তত **৪৫–৬০ দিনের** ব্যবহারযোগ্য **কৌশলগত মজুদ** (Strategic Buffer) গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- ভূগর্ভস্থ মজুদের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ:
  - **রাজস্থানের সল্ট ক্যাভার্ন** (বিকানের-বার্মার অঞ্চল): এটি সাশ্রয়ী এবং দ্রুত গ্যাস উত্তোলনের জন্য উপযোগী।
  - **পেনিনসুলার শিল্ড:** দক্ষিণ ভারতের স্থিতিশীল গ্রানাইট শিলাস্তরে **রক-ক্যাভার্ন** প্রকল্প।
  - **পরিত্যক্ত গ্যাস ক্ষেত্র:** কৃষ্ণা-গোদাবরী (KG) বেসিন ও ক্যাম্বে-র খালি গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে বড় আকারের মজুদে ব্যবহার করা।

২. **সরবরাহ উৎস ও পথের বৈচিত্র্যকরণ**

- শুধুমাত্র পশ্চিম এশিয়ার ওপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। **আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা** (যেমন অ্যাঙ্গোলা)-র সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে এই অতিনির্ভরতা কমাতে হবে।
- এলপিজি আমদানির একটি নির্দিষ্ট অংশ **হরমুজ প্রণালী ব্যতীত** বিকল্প সামুদ্রিক পথে (যেমন ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে) আনা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৩. **বৈশ্বিক সর্বোত্তম পদ্ধতির অনুসরণ**

- **ইউরোপীয় ইউনিয়নের** মতো ভারতকেও শীতকাল বা উৎসবের মরসুমের (দীপাবলি, বিয়ে) আগে এলপিজি মজুদের **৯০% পূর্ণ রাখার** নিয়ম চালু করতে হবে।
- সংকটের সময় গৃহস্থালি ও হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্পষ্ট নীতিমালা জনসমক্ষে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৪. **বিকল্প জ্বালানির পুনরুজ্জীবন**

- **গোবর্ধন** (GOBARdhan) প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োগ্যাস ব্যবস্থার বিস্তার:
  - প্রায় ৫০ লক্ষ নিষ্ক্রিয় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সংস্কারের জন্য প্রতি ইউনিটে **১০,০০০ টাকা পুনরুজ্জীবন ভর্তুকি** দেওয়া যেতে পারে।
- যেসব এলাকায় এলপিজি পৌঁছানো কঠিন, সেখানে উন্নত ও **ধোঁয়াহীন উনুন** (Improved Biomass Stoves) প্রচার করা।

৫. **পিএনজি (PNG) ও সিটি-গ্যাস অবকাঠামো ত্বরান্বিত করা**

- শহরাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস (PNG) সরবরাহ বাড়ালে সিলিন্ডারের ওপর চাপ কমবে।
- PNGRB-কে ২০২৭ সালের মধ্যে ১০০টিরও বেশি শহরে সিটি গ্যাস নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্য নিতে হবে।

৬. **সংকটকালীন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন**

- জরুরি অবস্থায় জ্বালানি বণ্টনের জন্য **"ট্রায়াজ রুল"** (Triage Rules) বা অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা:
  - **প্রথম অগ্রাধিকার:** গৃহস্থালি (বিশেষ করে মহিলা পরিচালিত এবং SC/ST পরিবার)।
  - **দ্বিতীয় অগ্রাধিকার:** হাসপাতাল ও স্কুল।
  - **নিম্ন অগ্রাধিকার:** বড় বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী ও রপ্তানি শিল্প।

- জেলা ও রাজ্য স্তরে রিয়েল-টাইম **মনিটরিং ড্যাশবোর্ড** তৈরি করা।

উপসংহার

ভারতের এলপিজি-চালিত জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেও বৈশ্বিক বাজার ও দুর্বল মজুদের কারণে এটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। এই ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই **আমদানি বৈচিত্র্যকরণ, বড় আকারের মজুদ, শক্তিশালী পিএনজি নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় বিকল্প জ্বালানি** গড়ে তোলার মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আন্তর্জাতিক সংকট দরিদ্রতম মানুষদের পুনরায় ধোঁয়াযুক্ত উনুনের দিকে ঠেলে দিতে পারবে না।

Q. Critically examine how India's clean cooking push under PMUY has exposed vulnerabilities in energy supply chains amid global disruptions. Suggest a resilient way forward. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video